প্রথম আলো

তারিখ 14 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ওএসডি

শর্ত ভঙ্গ করে নিয়োগের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান মজুমদারকে প্রত্যাহার করে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক কামাল উদ্দিন ভূঁইয়াকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে উপাচার্য এ এইচ এম জেহাদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান মজুমদারকে ওএসডি করা হয়েছে।' মজিবুর রহমান মজুমদার সোমবার রাত পৌনে ১০টার দিকে মোবাইল ফোনে প্রথম আলোকে বলেন, 'ওএসডি করার কোনো কাগজপত্র আমি পাইনি।'

অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পেছনে তাঁর ভূমিকা রয়েছে। তুচ্ছ ঘটনায় ৭ অক্টোবর তিনি উপাচার্য জেহাদুল করিমকে তিন দফায় পদত্যাগ করার জন্য চাপ দেন।

এদিকে শর্ত ভঙ্গ করে মজিবুর রহমান মজুমদারকে ২০০৭ সালের ২৫ অক্টোবর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রার পদের জন্য উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কাজে ন্যূনতম ২০ বছরের অভিজ্ঞতার শর্ত থাকলেও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার শর্ত দেওয়া হয়। কিন্তু মজিবুর রহমানের অভিজ্ঞতা ছিল ১২ বছরের; তাও রাজস্ব খাতে নয়, উন্নয়ন খাতের।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মজিবুর রহমান মজুমদার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে স্নাতক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রথমে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত একটি প্রকল্পে সহকারী মনিটরিং অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকালে তিনি সহকারী পরিচালকের পদে ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সহকারী পরিচালকের পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক বা সেকশন অফিসার (গ্রেড-১) পদমর্যাদার এবং রেজিস্ট্রার পদটি অধ্যাপকের সমমানের। অভিযোগ উঠেছে, দলীয় কারণে যোগ্যতার শর্ত ভঙ্গ করে মজিবুর রহমানকে এই পদে নিয়োগ দেন তৎকালীন উপাচার্য। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন উপাচার্য গোলাম মাওলা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের শর্ত ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত ভঙ্গ করেন। চারদলীয় জোট সরকারের একজন (কুমিল্লার) প্রভাবশালী মন্ত্রী ও সাংসদ মজিবুর রহমানের পক্ষে তদবির করেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য সাবেক উপাচার্য গোলাম মাওলাকে কয়েক দফা ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রশাসনিক কাজে মজিবুর রহমান অদক্ষ। তিনি কোনো নথি সংরক্ষণ করতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংবিধিও তৈরি করেননি। এমনকি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নথি তৈরি করেননি। অফিসে আসা-যাওয়া আর বেতন উত্তোলন ছাড়া তিনি কোনো কাজই করতে পারেননি।

অভিজ্ঞতা কম থাকার কথা স্বীকার করে রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান মজুমদার বলেন, 'আমি পরীক্ষা দিয়ে এই পদে নিয়োগ পেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এখানে যোগদানের পর থেকে আমি জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নই।' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের রাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্রলীগের একটি অংশের বাজে স্লোগান এবং উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করার ঘটনায় পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় আমি ওনাকে (উপাচার্য) পদত্যাগ করার অনুরোধ করেছি।'